ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 27 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি আর বিশ্ববিদ্যালয় রইলো?

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

২৪ জুলাই ২০০২। দুটি বর্বরোচিত ঘটনার সংবাদ পেলাম। সংবাদ দুটোর প্রতিক্রিয়ায় মর্মাহত, ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হলাম। একটি সংবাদ কাছের, বলা চলে আপন আঙিনার। অপরটি অনেক দূরের দেশের বাইরের; এবং যেখানে হরহামেশা এমন মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটছে। কিন্তু ঘরের কাছের ঘটনাটি বলতে গেলে দৃষ্টান্তরহিত, আকস্মিক বিপন্নবিস্ময়ের। ঘরের কাছের ঘটনাটি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস শামসুন্নাহার হলের। দূরের ঘটনাটি প্যালেস্টাইনের গাজা এলাকায় ইসরায়েলের বোমা বর্ষণে নিরীহ কিছু জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি সংক্রান্ত। তবে দুটো ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, বা যাদের ছত্রছায়ায় ঘটেছে তাদের ধারণা সংঘটিত ঘটনায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশ ছাত্রীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছে, তাদের প্রহার করেছে এবং কজনকে গ্রেপ্তার করেছে— এসব কিছুই ঠিক আছে। যদিও সারা দেশের বিবেকবান মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ বিবেক নিয়ে হতবাক হয়ে আছে। পত্রিকায় দেখেছি সরকারের ভিতরেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে মিশ্র। অপরদিকে ইসরায়েলের বোমাবর্ষণের নিন্দা হয়েছে সারা বিশ্বে। এমনকি সরকারি ভাষ্যেও ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। ইসরায়েলের বর্তমান জঙ্গি সরকারও বিশ্ববিবেকের অভিঘাতে নাজুক অবস্থায় পড়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলো। বিপরীতে শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত বিবেকবর্জিত ঘটনার কারণে এখনো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যে আচরণ ও মনোভাব দৃশ্যমান তা অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। বহুদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এখন মনে হচ্ছে যা সামান্য ছিল তা-ও বোধহয় উধাও হলো।

বহুদিন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে বাইরে পরিচয় দিতে লজ্জা পেতাম। কিন্তু এখনতো যেন লজ্জায় আধোবদন। বিগত প্রায় আট দশকের ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেনি তা-ই ঘটলো। যখন-তখন হলে ঢুকে পুলিশ ছাত্র নির্যাতন করেছে এমন ঘটনা দৃষ্টান্তরহিত নয়। পাকিস্তান বা বাংলাদেশ- উভয় আমলেই ঘটেছে, এমন ঘটনা। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় একদিন সূর্যসেন হলে (তখন নাম ছিল জিন্নাহ হল) এমএ শেষ বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন তৎকালীন ইপিআর-এর (বিডিআর-এর পূর্বসূরি) বেত্রাঘাত পড়েছিল আমার পিঠে। পিছনের দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে না পারলে হয়তো আরো অনেক ভোগান্তি ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি আমলে না হলেও '৭১-এ সেনাবাহিনী ছাত্রীনিবাসে ঢুকে নির্যাতন চালিয়েছিল। আর ৩১ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশ 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশে' ও উপস্থিত কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এমন নারকীয় কাণ্ড ঘটালো।

তদন্ত প্রতিবেদন (যদি যথার্থ হয়) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত হয়তো সব ঘটনা জানা যাবে না। কিন্তু জনান্তিকে যতোটুকু জানা গেছে তা থেকে মনে হয় একটি প্রশাসনিক সমস্যার পুলিশি সমাধান আরোপ করার কারণে এমন একটি ন্যক্কারজনক ঘটনার অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টান্ত তৈরি হলো। যেকোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভর করে প্রশাসনিক সংকটের তালকে তিলে পরিণত করা বা তা নিশ্চিহ্ন করার ওপর। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো- তিল হয়েছে তাল। গোটা ব্যাপারটি যা হয়েছে ইংরেজিতে বললে তা হয়েছে inept handling।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। এক, শুনেছি সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষের মেয়াদ আর মাত্র দেড় মাস ছিল। যদি তাই হয় তাহলে মেয়াদপূর্তির আগেই তাকে অব্যাহতি দেওয়ার কোনো রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পরিপ্রেক্ষিত কি তৈরি হয়েছিল? (যদিও প্রশাসনিক ব্যাপারে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অপ্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত)। দুই, শুনেছি একাধিক প্রাধ্যক্ষ অভিলাষী নাকি সংকট সৃষ্টির নেপথ্যে ছিলেন। তিন, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভাগ্যে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ ছাত্রীদের ব্যবহার করে সংকটের পটভূমি তৈরি করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের রাজনীতিকরণের ইঙ্গিতবহ এবং যা অনাকাঙ্ক্ষিত। অবশ্য আসল ঘটনার জন্য তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত (যদি যথার্থ হয়) হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ঘটনার পটভূমি সংক্রান্ত এসব প্রশ্নের বাইরে ঘটনা সংক্রান্ত আরো কিছু প্রশ্ন আছে। এক, গভীর রাতে মেয়েদের হলে কর্তৃপক্ষ কেন পুলিশকে ঢুকতে দিলেন (পুলিশের আচরণবিধি জানা থাকা সত্ত্বেও)? দুই, পরিস্থিতির অবনতি হলে পুলিশ পাঠানোর আগে কি কর্তৃপক্ষ বা প্রতিনিধি পর্যায়ের কেউ কি অকুস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি প্রশাসনিকভাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত ছিল না? তিন, পুলিশের বাড়াবাড়িজনিত ভূমিকার এই ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে পুলিশের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি কতোটুকু কাম্য? চার, পুলিশ-বিডিআর দিয়েই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সংকট সামাল দিতে হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমন্বয়ে যে প্রশাসন কাঠামো আছে তার প্রয়োজন আছে কি? পাঁচ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান। যদি এই প্রতিষ্ঠান তথাকথিত স্বায়ত্তশাসিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভূমিকার এই নজির সৃষ্টি করে তাহলে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃসম্পর্কের কোন পর্যায়টি নির্দেশিত হয়?

পুলিশ-বিডিআর দিয়েই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সংকট সামাল দিতে হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমন্বয়ে যে প্রশাসন কাঠামো আছে তার প্রয়োজন আছে কি? পাঁচ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান। যদি এই প্রতিষ্ঠান তথাকথিত স্বায়ত্তশাসিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভূমিকার এই নজির সৃষ্টি করে তাহলে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃসম্পর্কের কোন পর্যায়টি নির্দেশিত হয়?

তবে ঘটনার নেপথ্যে যে ঘটনা এবং যা নাকি ঘটনার আশু কারণ তা সংক্রান্ত প্রশ্নটি হলো বহিরাগত অছাত্রী কিভাবে হলে থাকে এবং ঘটনার সময় পুলিশের সমান্তরালে অবস্থান গ্রহণ করে? সম্মানিত উপাচার্য বেশ ক'বারই বলেছেন এখন হলে কোনো বহিরাগত নেই। তাহলে ঘটনার সময় এরা হলে ছিল কেন? উপরন্তু ঘটনার পর এসব অছাত্রী উপাচার্যের বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করার ব্যাখ্যা কি?

শেষ প্রশ্ন, পরিস্থিতি কোন পর্যায় গেলে সাধারণ ছাত্রীরা এমন বিক্ষুব্ধ হতে পারে? সম্পূরক প্রশ্ন তাদের এই ক্ষোভ স্বতঃপ্রণোদিত না প্ররোচিত (বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যার প্রতি ইঙ্গিত করেছে)? অবশ্য আমার খোলামেলা বক্তব্য হলো : বিক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ সব ছাত্রীই যে অরাজনৈতিক তা আমি বিশ্বাস করবো না। কারণ সম্প্রতি কোনো হলে সিট পেতে হলে ছাত্রছাত্রীকে রাজনৈতিক আনুগত্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়। সবার জানা সিট বরাদ্দ প্রথা এখন প্রহসন। মেধা নয়, রাজনৈতিক সংযোগই হলে সিট পাওয়ার মাপকাঠি। কিন্তু তারচেয়ে বড়ো কথা হলো, তারা এখন সঙ্গত কারণে ক্ষুব্ধ।

আমার আরো একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা যে গাড়ি ও বিশ্ববিদ্যালয় বাস ভাঙচুর করলো বা আগুনে পুড়িয়ে দিল তা-ও তো বর্বরোচিত কাজ। এতে ক্ষতি কার হলো? গাড়ির কথা বাদ দিলাম; যে বাসটি পুড়লো তা-তো ছাত্রছাত্রীদের কেই আনা-নেওয়া করতো। ওই ছাত্রছাত্রীরা এখন তাদের রুটে একটি বাস কম পাবে। প্রষ্টরের ড্রাইভার কি দোষ করেছিল? সে কেন আহত হলো? কাজেই এমন গর্হিত কাজের জন্য দোষী যেই হোক না কেন তার/তাদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

আমার মনে হয়েছে সমগ্র ঘটনা ঘটেছে একটি কারণে। কারণটি হলো, বিবেকের অভাব, যা এখন উধাও। মনে পড়ছে পশ্চিম বাংলার বিরলপ্রজ কবি অজিত পণ্ডার এই চরণগুলো-

বিবেক, তুমি কোথায়?
কফিনের পেরেকের মাথায়
তুমি ওখানে কেন?
তোমরাইতো আমাকে বসিয়েছ এখানে।

প্রসঙ্গক্রমে আরো স্মর্তব্য, প্রাচীন চীনের মনীষী কনফুসিয়াসের একটি বাণী : 'A man who committed a mistake and does not correct himself he is committing another crime'।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।